গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০২
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০১১.৯৯.০০০২.২৩.৪৯ তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২৭ জুলাই ২০২৬

বিষয়: **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন আয়োজন।**
সূত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের **২১ জুলাই ২০২৬** তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০০৭.১৯.১১০ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ প্রদর্শিত হবে। উক্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল ও জাদুঘর শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ দপ্তরাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বিষয়টি অবহিতকরণ ও পরবর্তী কার্যার্থে পত্রটির ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ
(১) শিক্ষার্থীদের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর পরিদর্শন সংক্রান্ত

২৭-০৭-২০২৬
মোঃ রাকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অধ্যক্ষ (সকল), ------------- ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট, সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সরকারি ইনস্টিটিউট অব গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস, ----------------।
২। অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।
৩। অধ্যক্ষ (সকল), ---------------- সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, -------------------।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০১১.৯৯.০০০২.২৩.৪৯/১ (৯) তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২৭ জুলাই ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩। উপপরিচালক (এমপিও), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের স দয় অবগতির জন্য)।
৫। উপসচিব, সমন্বয় শাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সহকারী পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭।

৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আইসিটি সেল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্টদের ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। সংরক্ষণ নথি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৭-০৭-২০২৬
মোঃ রাকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
www.tmed.gov.bd

নম্বর- ৫৭.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০০৭.১৯.১১০ তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২২ জুলাই ২০২৬

বিষয়: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন আয়োজন।

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.০৪৭.১২.৩৩১; তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২ টি প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব প্রত্নস্থল ও জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে অবলোকন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে; যা তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যচেতনা বিকাশে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল ও জাদুঘর শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৬ (ছয়) পাতা।

২২/০৭/২০২৬
মো: আব্দুল হান্নান
উপসচিব
(এমপিও শাখা ও বিকল্প দায়িত্ব সমন্বয় শাখা)
০২-৫৫১০১৩৪৮
sascordinet@tmed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বেইলি রোড, ঢাকা
৩। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশিবাজার, ঢাকা
৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

নম্বর- ৫৭.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০০৭.১৯.১১০/১(৪) তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২২ জুলাই ২০২৬

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় [দৃ: আ: উপসচিব (শাখা-৬)] ঢাকা
২। যুগ্মসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
৩। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা
৪। অফিস কপি।

২২/০৭/২০২৬
মো: আব্দুল হান্নান
উপসচিব

-২৭৮-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moca.gov.bd

২০/৭/২৬

নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.০৪৭.১২-৬৬১ তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৫ জুলাই ২০২৬

বিষয়: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন আয়োজন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, দেশব্যাপী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বর্তমান সংরক্ষিত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ৫৪৫টি। তন্মধ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২ (বত্রিশ)টি প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব প্রত্নস্থল ও জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে অবলোকন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে; যা তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যচেতনা বিকাশে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস-সচেতন ও ঐতিহ্যমনস্ক মেধাবী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে প্রত্নস্থল ও জাদুঘর পরিদর্শনে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০২। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্নস্থল ও জাদুঘরসমূহে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্য মাত্র ১০/- (দশ) টাকা, যা পরিশোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমূলক মনোভাব গড়ে উঠবে বিধায় বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস, ঐতিহ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্নস্থল ও জাদুঘরগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন/ শিক্ষা সফরের আয়োজন করা প্রয়োজন।

০৩। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস, ঐতিহ্য সচেতন মেধাবী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্নস্থল, প্রত্নজাদুঘরসমূহ ও জাদুঘরগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন/ শিক্ষা সফরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ) এর দপ্তর
ডাইরী নং- 2982
তারিখ 20 JUL 2026
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-১)
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-২)
যুগ্মসচিব (প্রশা: অধি:-৩)

সংযুক্তি: (১) জাতীয় জাদুঘরের তালিকা;
(২) প্রত্নস্থল ও প্রত্নজাদুঘরের তালিকা

১৬/০৭/২০২৬
মো. সাইফুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১১১৪
ই-মেইল: ds.section6@moca.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.০৪৭.১২-৬৬১ তারিখ: ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৫ জুলাই ২০২৬

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
০১। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। অফিস কপি ও মাস্টার ফাইলে সংরক্ষণ কপি।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) এর দপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
ডকেট নং: 280
তারিখ: 20/07/26
- উপসচিব/সিঃসহঃসচিব (সমন্বয়)
- উপসচিব/সিঃসহঃসচিব (সংসদ)
- সিঃএনালিস্ট/প্রোগ্রামার (আইসিটি)
- ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
- অন্যান্য

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) অধিশাখা

শাখাপ্রধান (সমন্বয়) মেইলে প্রেরণ করুন
20.07.2026

Anisul Islam (15013)
Joint Secretary
Technical and Madrasah Education Division
Ministry of Education
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

স্বা:
মো. সাইফুল ইসলাম
উপসচিব

শাখা জাদুঘরসমূহ

কন্টেন্ট: পাতা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আওতাধীন ১০টি শাখা জাদুঘর রয়েছে। যেমন-

আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল ঢাকা শহরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ ছিল। ১৮৭২ সালে নওয়াব আবদুল গনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামে 'আহসান মঞ্জিল' নামকরণ করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত এই প্রাসাদটি বাংলার একটি প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। ২৩ টি গ্যালারী নিয়ে ১৯৯২ সালে দর্শনীয় স্থানটি পুন:সংস্কারের মাধ্যমে জাদুঘরে (আহসান মঞ্জিল জাদুঘর) রুপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

শিল্প ভাবনাকে উৎসাহিত করতে এবং চিত্রকলার আন্দোলনকে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষে স্বপ্রনোদিত জয়নুল তাঁর মনের ক্যানভাসের আর্ট গ্যালারিটি শৈশবের স্মৃতিঘেরা শহরে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এই উদ্যোগ সাধারণের দাবীতে পরিনত হলে ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব;, গুণীজন, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন সম্মিলিতভাবে সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ০১ বৈশাখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ (১৫ এপ্রিল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) "শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা"-এর শুভ উদ্বোধন করেন। সংগ্রহশালাটি পরিচালনার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৯ জুলাই ময়মনসিংহের তৎকালীন জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। ২১ জুন ১৯৮৬ সালে সংগ্রহশালা পরিচালনা পরিষদের বিলোপ ঘটিয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এ স্থানটিকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য এলাকার জমি অধিগ্রহণ করে ভরাট করা, ভবনের সংস্কার, নিদর্শন সংরক্ষণ করে নতুনভাবে সংগ্রহশালাটি সজ্জিত করা হয়। ২০০৪ সালের জুলাই মাসে

নতুনভাবে সজ্জিত সংগ্রহশালা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এখানে নিয়মিত দেশী ও বিদেশী পর্যটক এবং অসংখ্য দর্শনার্থী ভ্রমণ করেন। বর্তমানে সংগ্রহশালাটি ময়মনসিংহ তথা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র।

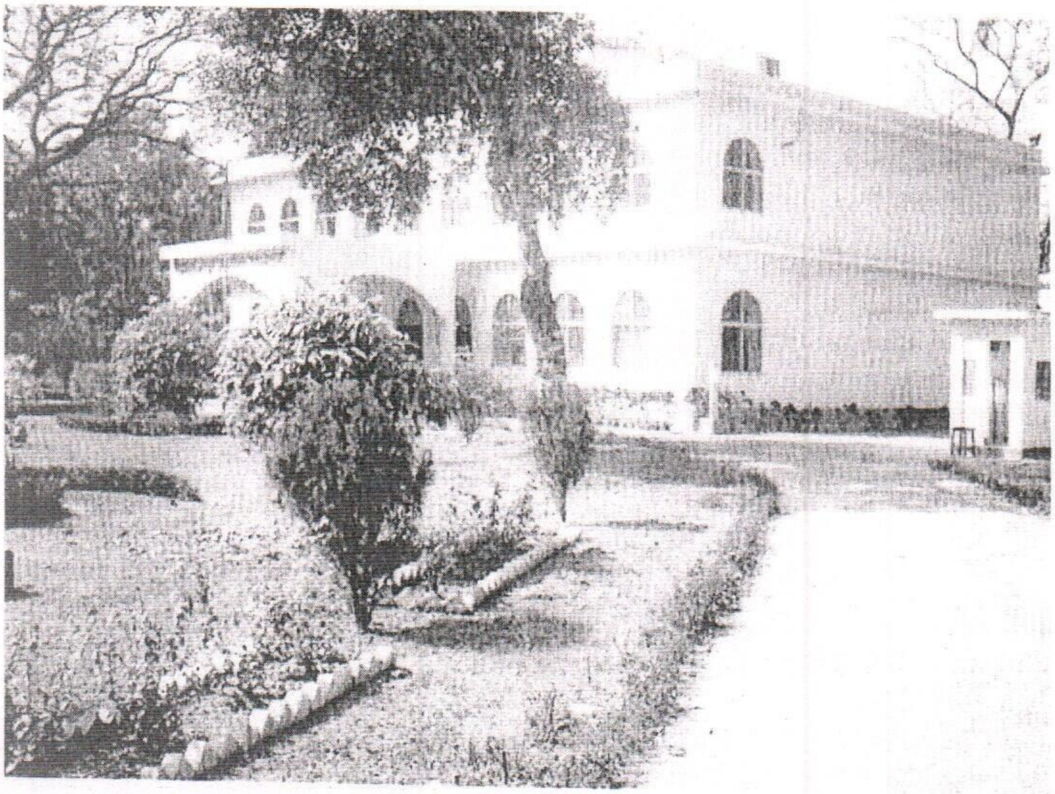

ওসমানী জাদুঘর

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি (সি.ইন.সি) ছিলেন বঙ্গবীর জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সালে মৃত্যুর পর সিলেস্থ 'নূর মঞ্জিল' বাড়িটি তারই নামে 'ওসমানী জাদুঘর' নামকরণ করা হয়। জাদুঘরটি নগরীর নাইওরপুল এলাকায় টিন শেডের চার চালা একটি ঐতিহাসিক বাংলো বাড়ি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড. এনামুল হক এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ এর প্রচেষ্টায় সিলেট শহরের নাইওরপুল এলাকায় ০.৫৪ একর জমির উপর স্থাপিত হয় ওসমানী জাদুঘর। জাদুঘরের তিনটি গ্যালারীতে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রাখা আছে জেনারেল ওসমানীর ব্যবহৃত বেশ কিছু দূর্লভ নির্দশন সামগ্রী। ওসমানী জাদুঘরে ০৩ (তিন) টি গ্যালারী ও স্টোরসহ বর্তমানে নিদর্শন সংখ্যা ৪৭৯ টি।

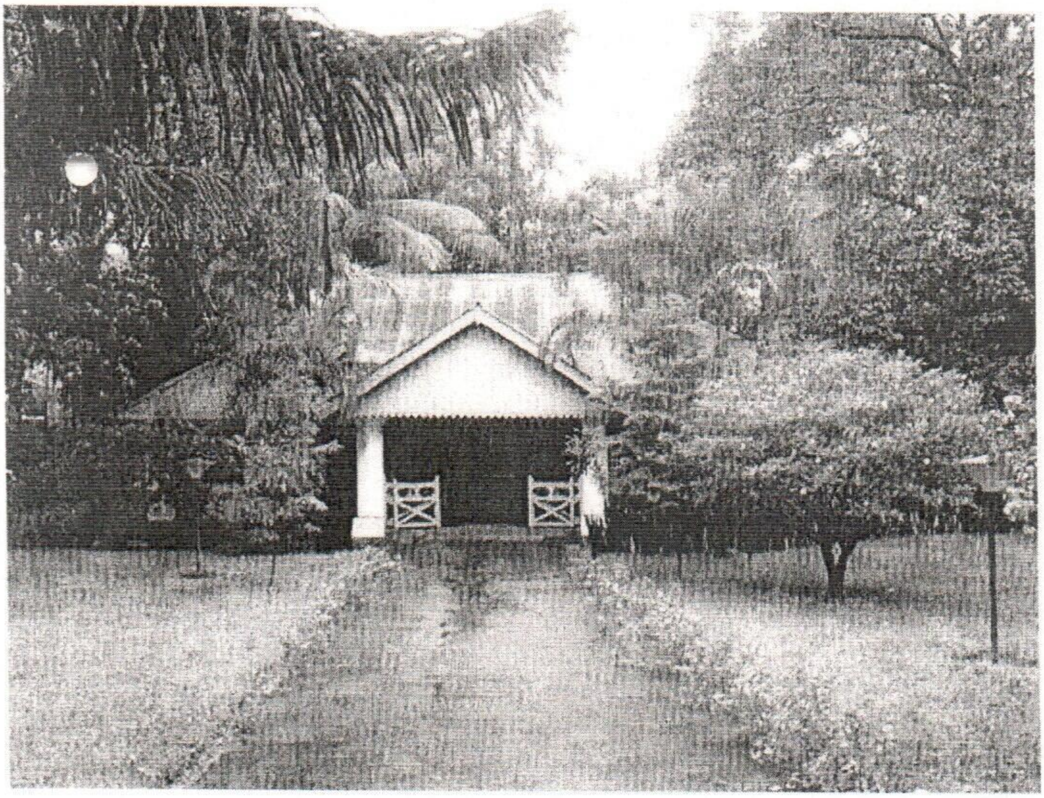

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাজির দেউড়ি নামক স্থানে এক অনুচ্চ টিলার ওপর ৩.১৭ একর জায়গা নিয়ে জিয়া স্মৃতি জাদুঘরটির অবস্থান। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশরাজ তথা ভারত সম্রাট ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন ইমারতটি নির্মাণ করেন। বৃটিশ আমলে এটি 'লাট সাহেবের কুঠি' নামে পরিচিত ছিলো। স্থাপত্যেশৈলির দিক দিয়ে চট্টগ্রামের এই পুরানো সার্কিট হাউসটি (জিয়া স্মৃতি জাদুঘর) এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সার্কিট হাউস পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ছিলো। এটি মূলত হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর টর্চারসেল। এখানে একটি টর্চার মেশিন (পীড়নযন্ত্র) ছিলো, যা এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে বিভীষিকাময় কালরাত্রিতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নির্মমভাবে নিহত হন। ১৯৮১ সালে ৩ জুন অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসকে জিয়া স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'জিয়া স্মৃতি জাদুঘর' উদ্বোধন করেন।

সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার একজন উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত মানুষের মধ্যে অন্যতম। তার জীবদ্দশায় কর্মকান্ড বিজড়িত স্মৃতি ধরে রাখার একান্ত প্রয়াসে কুষ্টিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। জাদুঘরটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শাখা জাদুঘর। কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরটি ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে দর্শকদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়। কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরটি ২৮ শতক জমির উপর দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন। জদুঘরটিতে একটি গ্যালারি আছে, গ্যালারিতে ১৭০টি নিদর্শন, একটি মিলনায়তন ও একটি পাঠাগার আছে।

স্বাধীনতা জাদুঘর

ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইতিহাসের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাখো শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয়দলিল একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর এই প্রান্তরেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্বাধীনতা বাস্তব প্রতিষ্ঠা এই প্রান্তরে হওয়ায় এই উদ্যান স্বাধীনতা পীঠস্থান হিসেবে নন্দিত হবে যুগের পর যুগ। স্বাধীনতার এই ঐতিহ্য চেতনাকে চিরন্তনভাবে লালনকরার প্রয়াসেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভে স্থাপিত হয় 'স্বাধীনতা জাদুঘর'।

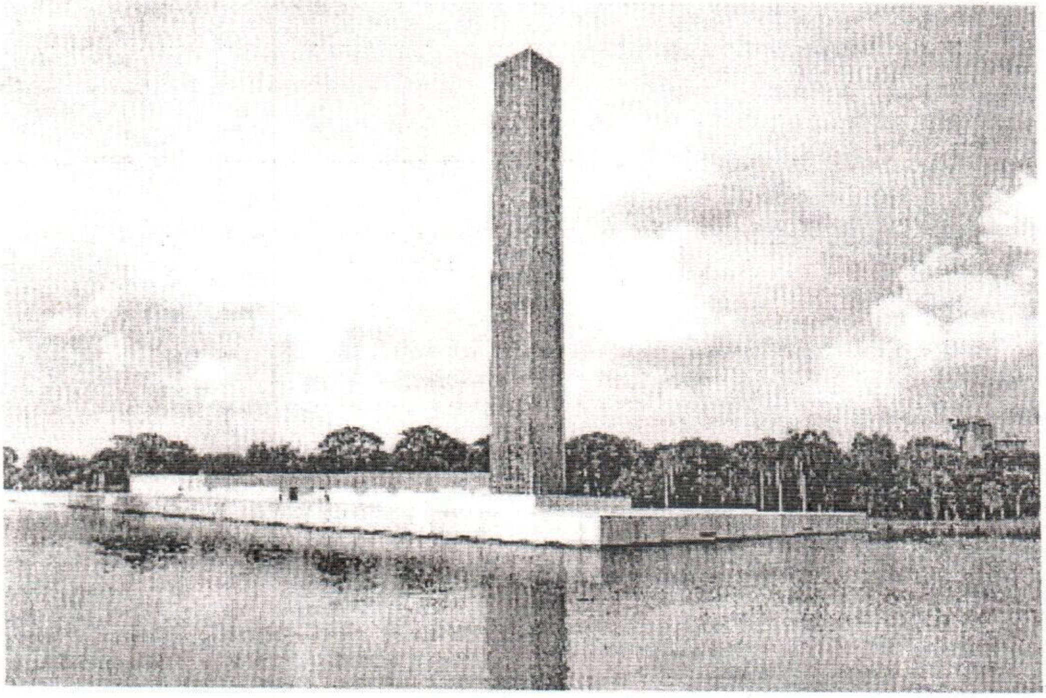

পল্লীকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

পল্লীকবি জসীম উদদীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা। ফরিদপুর সদর উপজেলার অম্বিকাপুর গ্রামে পল্লীকবি জসীম উদদীন এর বাড়ী সংলগ্ন কুমার নদ এর তীরে অবস্থিত। উক্ত প্রকল্পটির কাজ ২০০৬ সালে আরম্ভ হয়ে ২০১৪ সালে শেষ হয় এবং ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কর্তৃক ১৬/১০/২০১৯ তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করেন। পল্লীকবি জসীম উদদীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ মার্চ, ২০১৭ খ্রি: শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেছেন। ০৯ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে দর্শকদের জন্য গ্যালারী খুলে দেয়া হয় যা অদ্যাবধি চলছে। জাদুঘরটি ০৪ (চার) একর জমির উপর নির্মিত। জাদুঘরে মোট ৪ টি ভবন রয়েছে- গ্যালারী ভবন, অফিস ভবন, লাইব্রেরী ভবন, ও ডরমেটরি ভবন। তাছাড়া পল্লীকবি জসীম উদদীন রচিত ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য একটি উন্মুক্ত মঞ্চ রয়েছে।

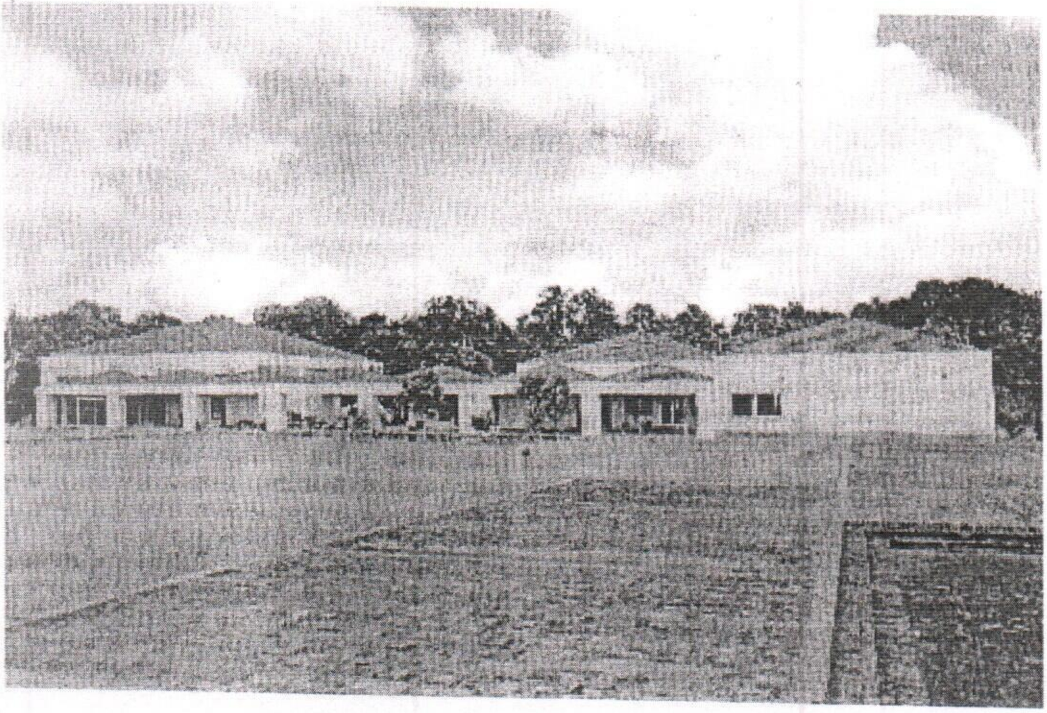

নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ী জাদুঘর

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও-এ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারত ও এশিয়ার প্রথম নারী নবাব। শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। ১৮৯৪ সালে তিনি লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁও-এ নওয়াব ফয়জুন্নেসা জমিদার বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নান্দনিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের দোতলা প্রাসাদের রয়েছে একটি সুন্দর প্রবেশদ্বার, একতলা বৈঠকখানা, টালির ঘাটসহ পুকুর, মসজিদ,কবরস্থান ও ঈদগাহ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শাখা হিসেবে কুমিল্লার লাকসামে ০৬/১১/২০২৩ তারিখ নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ী জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব জনাব খলিল আহমদ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. ইমরুল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. কামরুজ্জামান।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম একজন উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত মানুষদের মধ্যে অন:তম। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, লেখিকা, কথা সাহিত্যিক ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মহীয়সী নারী। একাত্তরের স্মৃতি কথা নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "একাত্তরের দিনগুলি" দেশ জুড়ে পাঠক নন্দিত। জাহানারা ইমাম ও তাঁর ছেলে শহীদ রুমির স্মৃতি সংরক্ষণে ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে গড়ে তোলা হয় শহীদ জননী জাহানার ইমাম স্মৃতি জাদুঘর। একটি বড় গ্যালারি ও অফিস কক্ষের সমন্বয়ে স্বল্প পরিসরে তৈরি করা হয়েছে জাহানারা ইমাম জাদুঘরটি। ইমাম পরিবারের নানা স্মৃতি চিহ্ন ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র সর্ব সাধারনের প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য থাকা শহীদ জননীর ছেলে শফি ইমাম রুমির স্বাধীনতা অর্জনে অসামান্য অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে এই জাদুঘরে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি শাখা জাদুঘর।

ক্র.নং	প্রত্নস্থল নাম ও অবস্থান	টিকিটের মূল্য								
		দেশি পর্যটকদের	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী	বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"ক" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"খ" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"গ" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"ক" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"খ" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"গ" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)
১.	লালবাগদুর্গ জাদুঘর, লালবাগ, ঢাকা	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
২.	বালিয়াটি প্রাসাদ জাদুঘর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
৩.	ময়মনসিংহ জাদুঘর, ময়মনসিংহ	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
৪.	পানাম নগর, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
৫.	ইদ্রাকপুর দুর্গ	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
৬.	রোজ গার্ডেন, টিকাটুলি, ঢাকা	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
৭.	জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
৮.	ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কোর্টবাড়ি, কুমিল্লা	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
৯.	শালবন বিহার, কোটবাড়ি, কুমিল্লা	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
১০.	ইটাখোলা বিহার, কোটবাড়ি, কুমিল্লা	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
১১.	রূপবানমুড়া, কোটবাড়ি, কুমিল্লা	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
১২.	মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থানগড়, শিবগঞ্জ, বগুড়া	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
১৩.	জাহাজঘাটা প্রত্নস্থল, শিবগঞ্জ, বগুড়া	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
১৪.	গোবিন্দভিটা প্রত্নস্থল, শিবগঞ্জ, বগুড়া	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
১৫.	গোকুলমেধ মন্দির, শিবগঞ্জ, বগুড়া	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
১৬.	পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বদলগাছি, নওগাঁ	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
১৭.	পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ	৩০/-	১০/-	৫০০/-						
১৮.	রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
১৯.	পুঠিয়া রাজবাড়ি জাদুঘর, পুঠিয়া, রাজশাহী	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-

ক্র.নং	প্রত্নস্থল নাম ও অবস্থান	টিকিটের মূল্য								
		দেশি পর্যটকদের	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী	বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"ক" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"খ" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"গ" শ্রেণিভুক্ত (সার্ক বহির্ভূত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"ক" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"খ" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)	"গ" শ্রেণিভুক্ত (সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকের জন্য)
২০.	বাঘা জাদুঘর, বাঘা, রাজশাহী	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
২১.	পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর, আত্রাই, নওগাঁ	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
২২.	রংপুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, তাজহাট জমিদার বাড়ি, রংপুর	৩০/-	১০/-							
২৩.	কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কাহারোল, দিনাজপুর	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
২৪.	খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
২৫.	রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণ ডিহি, ফুলতলা, খুলনা	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
২৬.	বাগেরহাট প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট	৩০/-	১০/-	৫০০/-						
২৭.	রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি জাদুঘর, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	৩০/-	১০/-	-	৪০০/-	-	-	২০০/-	-	-
২৮.	এম এম দত্ত বাড়ি জাদুঘর, সাগরদাড়ি, যশোর	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-
২৯.	শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর, চাখার, বরিশাল	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
৩০.	বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর, পুরাতন কালেক্টরেট ভবন, বরিশাল	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
৩১.	আমঝুপি নীলকুঠি, সদর, মেহেরপুর	১০/-	১০/-	-	-	-	২০০/-	-	-	৫০/-
৩২.	ভরত ভয়না প্রত্নঢিবি ও ডিসপ্লে সেন্টার	২০/-	১০/-	-	-	৩০০/-	-	-	১০০/-	-